MAR. 14 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ...

গোপালগঞ্জ ■ গোপালগঞ্জের উলপুর পিসি উচ্চ বিদ্যালয়টি ১৯২০ সালে নির্মাণ করা হয়। সংস্কারের অভাবে বিদ্যালয় ভবনটি ধসে পড়ার উপক্রম —ইনকিলাব

গোপালগঞ্জে পিসি উচ্চ বিদ্যালয়টির জীর্ণদশা

অহেদুল হক ॥ গোপালগঞ্জে উলপুর পিসি উচ্চ বিদ্যালয়টি সংস্কারের অভাবে অত্যন্ত
জীর্ণদশায় পরিণত হয়েছে। যে কোন মুহূর্তে বিদ্যালয় ভবনটি ধসে পড়ার আশংকা
রয়েছে। এই উচ্চ বিদ্যালয়ের দ্বিতল ভবনটি নির্মিত হয় ১৯২০ সালে। শতাধিক বছরের
বিদ্যালয় ভবনটিতে অর্থাভাবে কোন প্রকার সংস্কারের ছোঁয়া লাগেনি। ফলে ভবনটি
ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গেছে। বর্ষার মৌসুমে ভবনের ছাদ চুইয়ে পানি পড়ছে। ছাদ
এবং দেয়ালের বেশকিছু ফাটল ধরেছে। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ৫ শতাধিক ছাত্রছাত্রী
জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শ্রেণীকক্ষে ক্লাস করতে আসে। ইতিপূর্বে ক্লাস চলাকালীন ছাদের
ফাটলের টুকরো অংশ ধসে বিভিন্ন সময়ে ছাত্রছাত্রীসহ শিক্ষকরাও গুরুতর জখম হয়েছে।
বিদ্যালয়ের পশ্চিম পাশে বিজ্ঞান ভবনটি সরকারী অনুদানে ১৯৬৭ সালে নির্মিত হয়।
ভবনটি নির্মিত হওয়ার পর থেকে সংস্কারের জন্য সরকারী কোন অনুদান আসেনি। ফলে
ভবনটি সংস্কার করা সম্ভব হয়নি। ভবনটির দক্ষিণ-পশ্চিম পাশে ডেবে গেছে এবং ফাটল
ধরেছে। যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে।
বিদ্যালয়টি পল্লী বিদ্যুতের আওতাভুক্ত এলাকায় হলেও অর্থাভাবে এখনও কোন বিদ্যুৎ
সরবরাহের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে কম্পিউটার উন্নতি ও
প্রগতির একটি বিশেষ মাধ্যম। সরকারী প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টিকে কম্পিউটার সরবরাহ করে
কম্পিউটার শিক্ষাকে পাঠ্য বিষয় হিসেবে চালু করা একান্ত প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের উঁচু
ভিটার পূর্বদিকে নিচু জমিতে ২৪০ স ২০০ ফুট একটি খেলার মাঠ রয়েছে। কিন্তু
অর্থাভাবে শতাধিক বছরেও মাঠটিতে মাটি ভরাট করে উঁচু করা সম্ভব হয়নি। বর্ষা মৌসুমে
মাঠটিতে পানি থাকায় স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা খেলাধুলার মাধ্যমে চিত্তবিনোদন ও শরীর গঠন
থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। বিদ্যালয়ের দক্ষিণ পাশে পুকুরটি সংস্কার করে পাড়বদ্ধ পুকুর
তৈরী করলে বিদ্যালয়ের একটি স্থায়ী আয়ের পথ তৈরী হতো।